শিফোরা লেডিস বিউটি পার্লার
গোলবাজার
(কংগ্রেস ভবনের বিপরীত গলিতে,
দুধের ডিপোর আগে)
অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।
**এখানে মেকআপ, হেয়ার,
স্কিন-এর সব কাজ যত্ন নিয়ে
করা হয়।**
ফোন: 6296011219

গ্রামবাংলার খবর

সংবাদ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

**বই প্রকাশ,
সম্পাদনা,
প্রুফ রিডিং**
যত্ন নিয়ে কাজ করি।
যোগাযোগ:
**7679520350
9748282987**

www.grambanglarkhabar.com grambanglarkhabar ● বর্ষ: ২৬ ● সংখ্যা: ৫ ●৫-২০ জুলাই, ২০২৬ ● ৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩ ● মূল্য: ৫ টাকা

অমলিন স্নেহ

ছবি: সন্দীপ পাঠক

প্রকল্পের টাকা মেলেনি, হাবড়া ২ নং বিডিও অফিসে বিক্ষোভ লক্ষ্মী অন্নপূর্ণাদের

বিক্রম পাল: রাজ্যে পালাবদলের পর বন্ধ হয়েছে পূর্বতন সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প। আর নতুন সরকারের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা এখনও পৌঁছায়নি বহু প্রকৃত উপভোক্তা গৃহবধূর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। ফলে দিন যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে হতাশা, ক্ষোভ এবং অনিশ্চয়তা। কখনও পুরসভা, কখনও পঞ্চায়েত, আবার কখনও বিডিও অফিস— রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে বিক্ষোভ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট কোনও উত্তর মিলছে না প্রশাসনের কাছ থেকে।

২২ জুলাই বুধবার সেই ক্ষোভেরই বিস্ফোরণ ঘটল উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা ২ নম্বর ব্লক বিডিও অফিসে। এদিন সকাল থেকেই কয়েক হাজার গৃহবধূ বিডিও অফিসে ভিড় জমান। তাঁদের একটাই প্রশ্ন— অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা কবে মিলবে? গুমা-কালিনগর থেকে আসা এক গৃহবধূ জানান, আবেদনপত্রের স্ট্যাটাসে কখনও রিজেক্টেড, কখনও আন্ডার এনকোয়ারি, আবার কখনও প্রসেসিং দেখাচ্ছে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেলেও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসছে না। ফলে তাঁরা চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।

অন্যদিকে, হাবরা ২ নম্বর ব্লকের বিডিও মনোতোষ রায় জানান, অনেক আবেদনপত্রে তথ্যগত ত্রুটি রয়েছে। সেই কারণেই যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, যদি মাসের ১ তারিখে টাকা না আসে, তাহলে ২ বা ৩ তারিখে বিডিও অফিসে যোগাযোগ করলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে একই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৌসুমী গুপ্ত। তাঁর কথায়, প্রায় এক মাস ধরে আবেদনপত্রের স্ট্যাটাসে শুধু আন্ডার প্রসেসিং দেখাচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন নেই। আদৌ টাকা পাবেন কি না, সেটাও জানেন না তিনি। এই টাকার আশায় কিছু ধারদেনাও

চার পাতায়

‘মা ক্যান্টিন’ এখন ‘মা আহার’, উদ্বোধন করলেন বিধায়ক ডা. সুময় হীরা

অমর চক্রবর্তী: ‘মাছে-ভাতে বাঙালি’— এই বহুল প্রচলিত প্রবাদকে আবারও বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো বিজেপি সরকার। গত নির্বাচনের মুখে রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দানে নিরামিষ বনাম আমিষ নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। শাসক তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালির পাতে মাছের বদলে থাকবে শুধু নিরামিষ খাবার। সেই বিতর্কের মাঝেই এবার নতুন উদ্যোগ ‘মা আহার’।

তিন পাতায়

সিআইডির বড় সাফল্য, বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক মহিলা আটক অশোকনগরে

সংবাদদাতা: উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে আন্তঃ রাজ্য অস্ত্র পাচার চক্রের হদিশ মিলল সিআইডির অভিযানে। ১৯ জুলাই, রবিবার সকালে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সিআইডি ও অশোকনগর থানার যৌথ অভিযানে ৮ নম্বর মোড় এলাকায় নৈহাটি রোডে একটি ম্যাজিক গাড়ি আটক করা হয়। সেখান থেকে পূজা বিশ্বাস নামে এক মহিলাকে একটি ব্যাগ-সহ আটক করা হয়। ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত

তিন পাতায়

ট্রেনে হকারি বন্ধ : রোজগার সংকটে হাজার হাজার পরিবার

সংবাদদাতা: দীর্ঘদিন ধরে ট্রেনের কামরায় চা, ঝালমুড়ি, ঘুগনি, বিস্কুট, চিনাবাদাম, খেলনা থেকে শুরু করে নানা সামগ্রী বিক্রি করে সংসার চালিয়ে আসছেন হাজার হাজার হকার। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের এই হকারদের জীবন এখন গভীর অনিশ্চয়তার মুখে। রেল কর্তৃপক্ষের কড়া নজরদারি এবং ট্রেনে হকারি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের একটাই প্রশ্ন- 'আমরা খাব কী? বাঁচব কীভাবে?'

হকারদের অভিযোগ, সম্প্রতি আরপিএফের নজরদারি অনেকটা বেড়েছে। বহু ক্ষেত্রে স্টেশনে হকারদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কেউ লুকিয়ে ট্রেনে উঠে পণ্য বিক্রি করতে গেলেও ধরা পড়লে গুনতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের জরিমানা, ফলে ভয়ে অনেকে আর ট্রেনে উঠছেন না। এতে এক লহমায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের একমাত্র আয়ের পথ।

হকার সংগঠনগুলির দাবি, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন সংগঠনের অধীনে হাজার হাজার হকার কাজ করেন। তাদের অধিকাংশ নিম্নআয়ের পরিবার থেকে উঠে আসা মানুষ। প্রতিদিনের উপার্জনের উপর নির্ভর করে চলে সংসার, সন্তানের পড়াশোনা, চিকিৎসা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ। কাজ বন্ধ হওয়ায় সেই পরিবারগুলি আজ সবচেয়ে বেশি বিপাকে। ইতিমধ্যে কাঁকিনাড়া রেল স্টেশনে একজন হকার আত্মঘাতী হয়েছেন।

ছবি: পার্থ মিত্র

হাবড়ার বাসিন্দা একজন হকার বলেন, দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ট্রেনে শিশুদের খেলনা বিক্রি করে আসছেন তিনি। কিন্তু জরিমানার ভয়ে এখন আর ট্রেনে উঠতে সাহস পান না। বাড়িতে স্ত্রী ও দুই সন্তানের দায়িত্ব, অথচ আয়ের পথ বন্ধ। একই ছবি স্টেশনে স্টেশনে চা বিক্রেতাদের। সংসারের একমাত্র উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তাদের। এই পরিস্থিতিতে ট্রেনের হকারদের পুনর্বাসন অথবা বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবি তুলেছে বিভিন্ন হকার সংগঠন। তাদের দাবি শীঘ্রই শিয়ালদহ রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বিকল্প জীবিকার বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করা হবে। ‘সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সংগঠনগুলি।' তাদের বক্তব্য, আইনশৃঙ্খলা ও যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি বহু বছরের জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা হাজার হাজার পরিবারের ভবিষ্যতের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। রেলের এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে হকারদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

সাধারণ মানুষের পক্ষে
সংবাদ পরিবেশনই আমাদের লক্ষ্য
নজরে রাখুন
গ্রামবাংলার খবর পাক্ষিক সংবাদপত্র

গ্রামবাংলার খবর অনলাইন
gramবanglarkhabar.com

**সাহিত্য চর্চার নয়া পরিসর
‘খাগ’ অনলাইন**
khag.grambanglarkhabar.com
এবং ফেসবুক পেজে।

UPI ID: diliproy.journalist@oksbi

**আমাদের আবেদন, স্বাধীন এই
সংবাদ মাধ্যমকে আর্থিক অনুদান
দিয়ে বাঁচিয়ে রাখুন।**

গ্রামবাংলার খবর
বর্ষ: ২৬ সংখ্যা: ৫
৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩

বিকশিত ভারত ও গণতন্ত্র

সভা সমাবেশে যোগদান করা কি বেআইনি? নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-যুবদের যে বিক্ষোভ অবস্থান চলছিল, তাতে যোগ দেওয়া বা ওই আন্দোলন সম্পর্কে সমাজ মাধ্যমে কোনও মন্তব্য করা বা কোনও মন্তব্য শেয়ার করা কি গণতান্ত্রিক অধিকার নয়? প্রশ্ন উঠছে, সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোড়িত গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে পড়ুয়াদের বিচ্ছিন্ন রাখার অপচেষ্টা নিয়ে। এই অপচেষ্টা যখন রাজধানী দিল্লির দুই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুই বিশ্ববিদ্যালয় জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় (ডিইউ)-এর তরফ থেকে যন্তর মন্তরের ছাত্র-যুব আন্দোলনে অংশগ্রহণ বা ওই আন্দোলন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য করা নিয়ে সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে এই কি 'বিকশিত ভারত'?

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে পালাবদলের পর নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ক্রমাগত হুঙ্কার ছেড়ে গুন্ডা দমনে যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন, তাতে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, বিরোধী রাজনীতির পরিসর বলে আর কিছু রাখবে না তাঁর সরকার। সেই সঙ্গে শাসকদলের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী সাংবিধানিক পদে থেকে ক্রমাগত তিনি মেরুকরণের রাজনীতি করে চলেছেন। বারুইপুর ধর্ষণ কান্ড থেকে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে সংগঠিত বামদলগুলির মিছিলে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় নিশানা করছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে। রাজনৈতিক মিছিলে অশান্তির ঘটনায় প্রয়োগ করছেন গুন্ডা দমন আইন। অথচ, তাঁর বাচনভঙ্গিকেই বহু মানুষ প্রশাসনিক ভাষা বলছেন না। তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ঘটনায় আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানোকে এখন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। নানা কারণ দেখিয়ে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে প্রতিবাদীদের। এভাবেই বিরোধী মতকে দমন করা হচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল, নাগরিক সংগঠনগুলিকে সভা-মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে নাগরিকের ন্যূনতম অধিকারটুকুও। তবুও কি প্রতিবাদ থেমে থাকবে? সরকারের সমালোচনা থেকে কি বিরত থাকবে বিরোধী মতের নাগরিক?

আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যম, হামলাকারীদের শাস্তি চাই, আত্মসমালোচনাও দরকার

বাপী মণ্ডল: প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক প্রয়াত বরুণ সেনগুপ্ত একদা বলেছিলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে একটি আদর্শ সংবাদমাধ্যমের কাজ হল দায়িত্বশীল বিরোধী দলের মতো। আর সাংবাদিক হবেন মানুষের মুখপাত্র। সংবাদমাধ্যম সরকারের ভুলগুলো চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দেবে। আর সাংবাদিক সমাজের বুক থেকে মানুষের কথাগুলোই তুলে ধরবেন। বরুণ সেনগুপ্ত তাঁর নিজের জীবন দিয়ে তা পালন করে গিয়েছেন। তাই তিনি শ্রদ্ধেয়। তাই তিনি আজও নবীন প্রজন্মের কাছে বাংলা সাংবাদিকতার আদর্শ বটবৃক্ষ হয়ে আছেন। যদিও বরুণবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিষ্ঠান সেই আদর্শ থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছে।

কলকাতার ছাত্র-মিছিলে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে নিন্দার ঝড় উঠেছে। শুধু সাংবাদিক নয়, যে কোনও হামলার ঘটনাই নিন্দনীয়। গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন কিন্তু আড়ালেই থেকে গিয়েছে। সাংবাদিকরাও কি সঠিকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন? নয়াদিল্লিতে ছাত্ররা নিটের প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আন্দোলন করছেন। তাতে পরে অবশ্য নাগরিক সমাজে যোগ দিয়েছে। দেশের খ্যাতনামা তারকারাও অনেকে সামিল হয়েছেন। সেখানে কয়েকটি মেন স্ট্রিম সংবাদমাধ্যমে দেগে দেওয়া হচ্ছে, আন্দোলনরত ছাত্ররা চিনের দালাল। বিদেশি টাকা ঢুকছে। হরিয়ানার কৃষক আন্দোলন নিয়েও মেন স্ট্রিম সংবাদমাধ্যমের একাংশ খালিস্তান যোগ নিয়ে প্রচার করছে। গণতান্ত্রিক একটা আন্দোলনকে ধ্বংস করতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিষ ঢোকানোর জন্য যা যা প্রয়োজন, ওই মেন স্ট্রিম মিডিয়াগুলো সে সব কাজ করে যাচ্ছে। কলকাতায় ছাত্র আন্দোলনে কর্মরত সাংবাদিকদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে। বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। মহিলা সাংবাদিককেও নিগ্রহ করা হয়েছে। অবশ্যই অবশ্যই নিন্দনীয় ঘটনা। হামলাকারীদের শাস্তি হওয়া খুব জরুরি। কিন্তু তার আগে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের খবর পরিবেশনের ধরনগুলোও দেখুন। সম্প্রতি কলকাতার কয়েকজন সিনিয়র রিপোর্টার রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের বাইট নিচ্ছিলেন। তাঁদের প্রশ্নগুলো ভালো করে শুনুন। দালাল ছাড়া আর কী বলবেন তাঁদের?

জেলা স্তরেও সংক্রমণ ভয়ানক। সাংবাদিকের ছড়াছড়ি। তাঁদের অনেকে অতীতে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের আশীর্বাদে জীবন-জীবিকা চালিয়েছেন। রাতারাতি ভোলবদল করে ভক্তদের তাঁবেদার হয়ে উঠেছেন। সরকার বদলের পর তৃণমূলের বেশ কয়েকজন চোর গ্রেফতার হয়েছেন। সঠিক পদক্ষেপ। তাই বলে ডিম ছোড়ার ঘটনা কি সমর্থন করা যায়? ক'জন সাংবাদিক তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন? উল্টে বহু ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা ডিম ছোড়ার ঘটনাগুলোকে জনরোষ বলে সংবাদ পরিবেশন করেছেন। হকার উচ্ছেদ নিয়ে সাংবাদিকদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। হকারদের জীবন ও পরিবারের চোখের জল নিয়ে কোনও ভাবনা নেই। উচ্ছেদ ঘিরে আন্দোলনেও তাঁদের

চার পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন না করা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের যুক্তির তীব্র সমালোচনা করল ইজিআই

সংবাদদাতা: প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন না করা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের যুক্তির তীব্র সমালোচনা করল এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া (ইজিআই)। ইজিআই একটি কঠোর বিবৃতি জারি করে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের (এমইএ) এক আধিকারিকের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে। ওই আধিকারিক দেশে বা বিদেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পূর্বপ্রস্তুতিহীন সংবাদ সম্মেলন করতে অস্বীকৃতি জানানোর সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। গিল্ড বলেছে, ওই আধিকারিকের ব্যাখ্যা 'গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ' এবং তাঁর মন্তব্য 'চটকদার কথা' ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ইজিআই-এর সভাপতি সঞ্জয় কাপুর, সাধারণ সম্পাদক রাঘবন শ্রীনিবাসন এবং কোষাধ্যক্ষ তেরেসা রহমান উল্লেখ করেছেন যে, গণতন্ত্রে নেতাদের 'স্বাধীন গণমাধ্যমের মাধ্যমে জনগণের কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে'। উল্লেখ্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রকের (এমইএ) পূর্বাঞ্চলীয় সচিব রুদ্রেন্দ্র ট্যান্ডন গত ১০ জুলাই শুক্রবার নিউজিল্যান্ডে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মোদি তাঁর সফরকালে কোনও সংবাদ সম্মেলন করেননি, কারণ তিনি একজন 'আদর্শ ভারতীয় রাজনীতিবিদ'। ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পছন্দ করেন তিনি।

ট্যান্ডন দাবি করেন যে, ভারতীয় ভোটাররা প্রধানত 'গ্রামীণ' এবং মোদি 'মধ্যস্থতাকারীদের' মাধ্যমে তাদের সম্বোধন করতে পছন্দ করেন না। তিনি আরও দাবি করেন, ভোটাররা যেকোনও ধরনের মধ্যস্থতার চেয়ে 'সরাসরি যোগাযোগ পছন্দ করেন'। এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করে ইজিআই বলেছে যে, নির্বাচিত নেতাদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে, তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে শহুরে ও গ্রামীণ উভয় নাগরিকদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

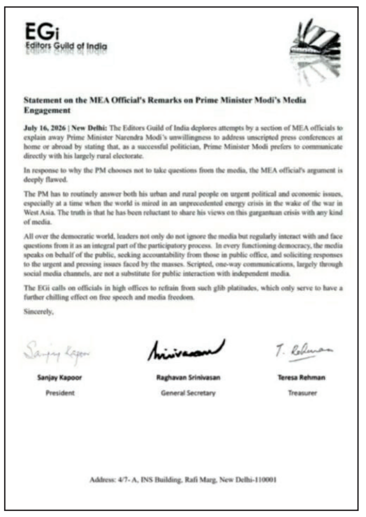

EGi
Editors Guild of India

Statement on the MEA Official's Remarks on Prime Minister Modi's Media Engagement

July 16, 2026 | New Delhi: The Editors Guild of India deplores attempts by a section of MEA officials to explain away Prime Minister Narendra Modi's unwillingness to address unscripted press conferences at home or abroad by stating that, as a successful politician, Prime Minister Modi prefers to communicate directly with his largely rural electorate.

In response to why the PM chooses not to take questions from the media, the MEA official's argument is deeply flawed.

The PM has to routinely answer both his urban and rural people on urgent political and economic issues, especially at a time when the world is mired in an unprecedented energy crisis in the wake of the war in West Asia. The truth is that he has been reluctant to share his views on this gargantuan crisis with any kind of media.

All over the democratic world, leaders not only do not ignore the media but regularly interact with and face questions from it as an integral part of the participatory process. In every functioning democracy, the media speaks on behalf of the public, seeking accountability from those in public office, and soliciting responses to the urgent and pressing issues faced by the masses. Scripted, one-way communications, largely through social media channels, are not a substitute for public interaction with independent media.

The EGi calls on officials in high offices to refrain from such glib platitudes, which only serve to have a further chilling effect on free speech and media freedom.

Sincerely,

Sanjay Kapoor
President

Raghavan Srinivasan
General Secretary

Teresa Rehman
Treasurer

Address: 4/7- A, INS Building, Rafi Marg, New Delhi-110001

ইজিআই আরও বলেছে যে, একতরফা যোগাযোগ, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে যোগাযোগ, স্বাধীন সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগের বিকল্প হতে পারে না। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি সংকট নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার প্রসঙ্গ সরাসরি উল্লেখ করে ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সত্যিটা হলো, তিনি (মোদি) এই বিশাল সংকট নিয়ে কোনও ধরনের গণমাধ্যমের সঙ্গেই তাঁর মতামত ভাগ করে নিতে অনিচ্ছুক।'

সরকারি আধিকারিকদের এমন মন্তব্য প্রসঙ্গে গিল্ডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইজিআই উচ্চপদে থাকা আধিকারিকদের এই ধরনের মামুলি বক্তব্য থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছে, যা কেবল বাকস্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর আরও একটি ভীতিকর প্রভাব ফেলে। মোদির নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপ সফরের সময় স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরা হয় যে, তিনি ধারাবাহিকভাবে সংবাদ সম্মেলন এড়িয়ে চলেন এবং এর পরিবর্তে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়াকে বেছে নেন। তাঁর ইউরোপ সফরের সময়, নরওয়ে এবং নেদারল্যান্ডসের সাংবাদিকরা প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলেন যে, মোদি কেন অন্যান্য বিশ্বনেতাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেননি। নরওয়ের সাংবাদিক হেলে লিং, যিনি এর আগে এই বিষয়ে মোদিকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি এই নতুন আন্তর্জাতিক পর্যালোচনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিদেশি সাংবাদিকদের ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে দেখাটা উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি মন্তব্য করেন যে, যেসব দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার শক্তিশালী ঐতিহ্য রয়েছে, সেসব দেশের সাংবাদিকদের দায়িত্ব হলো বিশ্বনেতারা যখন সফরে আসেন তখন এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রকের ওই আধিকারিকের মন্তব্য দেশেও রাজনৈতিক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। দ্য ওয়্যার-এর পূর্ববর্তী প্রতিবেদন অনুসারে, কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেছেন যে, আমলারা ক্ষমতাসীন সরকারের সেবা করলেও, যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা 'গণতান্ত্রিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়'। কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাতও এই ঘটনার সমালোচনা করে বলেছেন, এটি ভারতীয় গণমাধ্যমকে 'হাসির পাত্র' বানিয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও, স্কাই নিউজ মেলবোর্নে মোদির জন্য আয়োজিত বিশাল প্রবাসী সমাবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং বলেছে যে এটি 'কূটনীতি নয়, রাজনীতি'। এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে ২০১৯ সালের 'হাউডি মোদি' অনুষ্ঠানের তুলনা করা হয়েছে, যেখানে মোদি প্রকাশ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারকে সমর্থন করেছিলেন। সেই ঘটনাটিও অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য তীব্র সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল, এমনকি যখন ট্রাম্প সেই নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন তখনও।

এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল ইউনাইটেড নেশনস

সংবাদদাতা: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR)-এর নামে যেভাবে প্রায় ৫ কোটি ২০ লাখ ভোটারের নাম এপর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল স্বয়ং জাতিসংঘ (ইউনাইটেড নেশনস)।

ভারত সরকারকে লেখা এক চিঠিতে জাতিসংঘের 'অফিস অফ ইউনাইটেড নেশনস হাইকমিশনার ফর হিউমান রাইটস'-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়েছে যে, ভারতের নির্বাচন কমিশন এসআইআর-এর মাধ্যমে বেছে বেছে ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে।

এসআইআর-এর বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে জাতিসংঘের তিনজন বিশেষ প্রতিবেদক (Special Rapporteur) নিকোলাস লেভরা, আইরিন খান এবং নাজিলা ঘানেয়া ভারত সরকারকে চিঠি দিয়েছিলেন গত ১ মে। তার দুই মাস পরে গত ৮ জুলাই সেই চিঠি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে।

ভারত সরকারকে লেখা জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদকদের চিঠিতে বলা হয়েছে:

১) ভারতের নির্বাচন কমিশন এসআইআর-এর মাধ্যমে দেশের ৯টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৩২১টি জেলা এবং ১,৮৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৫ কোটি ২০ লাখ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য, যেখানে প্রায় ৯১ লাখ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, বৈধ পরিচয়পত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অন্যায়ভাবে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২) জাতিসংঘের চিঠিতে ভারত সরকারকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এর আগেও ২০১৮ সালে ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন্স (NRC) এবং ভোটার তালিকা থেকে জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের বাদ দেওয়া এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল (OL IND 13/2018 এবং OL IND 29/2018)।

৩) চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, মুসলিম ভোটাররা এসআইআর প্রক্রিয়ায় অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের চিঠিতে উদাহরণ হিসেবে নন্দীগ্রাম বিধানসভার কথাও তুলে ধরা হয়েছে, যে কেন্দ্র থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি নির্বাচিত হয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, এই বিধানসভা কেন্দ্রে নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের ৯৫ শতাংশই মুসলিম, যদিও ওই কেন্দ্রের মোট ভোটারের মাত্র ২৫ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের। নন্দীগ্রামের এই

চার পাতায়

যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিবস ও চিকিৎসক দিবস উদযাপন অশোকনগরে

শান্তনু চ্যাটার্জি: ১ জুলাই বুধবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার রূপকার ভারতরত্ন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়-এর ১৪৫তম জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবস। পশ্চিমবঙ্গ-সহ অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা অঞ্চলেও পুরসভা ও ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় স্মৃতি রক্ষা কমিটির যৌথ উদ্যোগে পালিত হলো চিকিৎসক দিবস। এদিন পুরসভা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদায় এই মহতী মানব দরদী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও চিকিৎসক দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় ডা: রায়ের মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান উদ্যোক্তারা এবং অতিথিরা। এছাড়াও ছিল পড়ুয়াদের অংশগ্রহণে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণা, চিকিৎসকদের সংবর্ধনা এবং পুরস্কার বিতরণ। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব ডা: পুষ্পেন্দু সেনগুপ্ত।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান পরিষদ সদস্য সমীর দত্ত, ডক্টর সুজন সেন, প্রাক্তন বিধায়ক সত্যসেবী কর, অংশুমান রায়, শিশু উৎসব কমিটির মিঠু মজুমদার, প্রাক্তন অধ্যাপক পীযুষকান্তি সাহা এবং অশোকনগর প্রেস ক্লাব-এর সদস্যরা-সহ ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের অনুগামীরা। উল্লেখ্য, এদিন বিশেষ আকর্ষণ ছিল পুর-অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। বিষয় ছিল ‘সমাজ ও মানব কল্যাণে ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় এর ভাবনা’। এই প্রতিযোগিতায় মাত্র ৮ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তাদের বক্তৃতা উপস্থিত সকলের বিশেষ মনোগ্রাহী হয়। প্রতিযোগীদের সকলকেই পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক ধূর্জটি সান্যাল, সুনুপম দাস ও গোপাল চৌধুরী। কমিটির সভাপতি হিমাংশু দাস জানান, সমস্ত অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে অশোকনগর কল্যাণগড় পুর-অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই মহতী মানুষের চিন্তা ও ভাবনাকে সম্প্রসারণ করাই আমাদের লক্ষ্য।

শোভন শিল্প পত্রিকার উদ্যোগে মনীষী স্মরণ সভা

সংবাদদাতা: শোভন শিল্প পত্রিকার উদ্যোগে মধ্যমগ্রাম শিল্প সুষমা আর্ট গ্যালারীতে গত ১১ জুলাই;অনুষ্ঠিত হয় 'মনীষী-স্মরণ সভা'। বৃক্ষে জল সিঞ্চন-এর সাধ্যমে এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়।উদ্বোধন করেন কবি পরাশর বঙ্গোপাধ্যায়, কবি জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, সমুদ্র বিশ্বাস, কবি অশোক মুখোপাধ্যায়, 'জয় বিদ্যাসাগর' কর্মসূচীর জনক অমিতাভ বন্দোপাধ্যায়, সমাজকর্মী চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। একই সঙ্গে উদ্বোধনী -সংগীত পরিবেশন করেন শ্রাবণী মৈত্র। অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ড. বিধান চন্দ্র রায়, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী-সহ প্রভুত মনীষীদের নিয়ে চর্চা করা হয়। অনুষ্ঠানে বহু কবি তাঁদের কবিতা পাঠ করেন। এছাড়াও নৃত্য, সঙ্গীত ও যন্ত্রস্যংগীত পরিবেশন করেন বহু ক্ষুদে শিল্পী। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে সামাজিক কাজকর্মে যুক্ত 'মধ্যমগ্রাম স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি', 'একান্নবর্তী ফাউন্ডেশন', 'ধ্রুব ফাউন্ডেশন', এবং 'বন্ধু ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'কে উৎসাহ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সবশেষে অনুষ্ঠানের উদোক্তা শোভন লাল মৈত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গ্রামবাংলার খবর

শরৎ সংখ্যা ১৪৩৩

- মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।
- এই সংখ্যায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশে আগ্রহীরা তাঁদের লেখা ডাকে বা ইমেলে পাঠাতে পারেন।
- পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর উল্লেখ থাকা বাধ্যতামূলক।
- লেখাটিকে মৌলিক হতে হবে। কোথাও যেন প্রকাশিত না হয়ে থাকে, তেমন লেখা পাঠাবেন।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত লেখাও পাঠাবেন না।
- লেখা মনোনীত হলে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে।
- লেখা পাঠানোর ঠিকানা

গ্রামবাংলার খবর
৪৯১ সি/৪ অশোকনগর, পো:- অশোকনগর, জেলা :- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন:- ৭৪৩২২২
Email: diliproy.journalist@gmail.com

কংগ্রেস নেতা কেশব ভট্টাচার্য-এর জন্মদিবস উদযাপন

সংবাদদাতা: জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা, অশোকনগরের প্রাক্তন বিধায়ক, জননেতা প্রয়াত কেশব চন্দ্র ভট্টাচার্য-এর ৯৯তম জন্মদিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন বাম-ডান সব রাজনৈতিক দলের নেতারা ও নাগরিকরা। ১ জুলাই বুধবার সকালে অশোকনগর ৮ নং কালিবাড়ি মোড়ে কেশব ভট্টাচার্য-এর মর্মর মূর্তির পাদদেশে কেশব ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরা। অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রয়াত জননেতার মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান তাঁরা। এই অনুষ্ঠানে প্রয়াত জননেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন কেশব ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির সভাপতি তথা অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান পরিষদ সদস্য, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সমীর দত্ত। স্মৃতি রক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিরাজ ঘোষ ও তাপস ভট্টাচার্য, সিপিআইএম নেতা প্রাক্তন বিধায়ক সত্যসেবী কর, তৃণমূল নেত্রী তথা পুরপ্রধান পরিষদ সদস্যা কৃষ্ণা চক্রবর্তী, কংগ্রেস নেতা বিভাস ভট্টাচার্য, সুখেন সরকার, সিপিআই নেতা ডা: সুজন সেন, বিজেপি নেতা শ্যামলেন্দু দে, অশোক দে, তৃণমূল নেতা প্রাক্তন বিধায়ক ধীমান রায়, স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে হিমাংশু দাস, অশোকনগর কল্যাণগড় শিশু উৎসব কমিটির পক্ষে মিঠু মজুমদার ছাড়াও শেখ নাজিমউদ্দিন, শেখ ছোয়াব, সন্ধ্যা কানুনগো, সিদ্ধার্থ সরকার, মৃন্ময় ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ বর্মন, কার্তিক ইন্দু, দেবাশিস কর প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন কংগ্রেস নেতা হরিদাস কর।

‘মা ক্যান্টিন’ এখন ‘মা আহার’

এক পাতার পর

১৫ জুলাই, বুধবার থেকে অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার ক্যান্টিনে মাত্র ৫ টাকায় মাছ-ভাত দেওয়া শুরু হয়েছে। আগে যেখানে ডিম-ভাত পরিবেশন করা হতো, সেখানে এখন খাদ্যতালিকায় যোগ হয়েছে মাছ-ভাত। পাশাপাশি 'মা ক্যান্টিন'-এর নাম বদলে রাখা হয়েছে 'মা আহার'। ওইদিন দুপুরে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অশোকনগরের বিধায়ক চিকিৎসক ডা. সুময় হীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার আধিকারিকরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী।

উদ্বোধনের প্রথম দিনেই খাদ্যতালিকায় ছিল রুই মাছ, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, তরকারি ও ভাত। পুরসভার দাবি, প্রায় ৫৫০ জনেরও বেশি নিম্নআয়ের মানুষ এই পরিষেবার সুবিধা গ্রহণ করেছেন। খাবার খেয়ে অনেকেই সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

বিজেপি নেতা বাপি মিস্ত্রি, বিভাস দাস এবং জেলা বিজেপি নেত্রী ভাস্বতী সোম 'মা আহার' প্রকল্পের প্রশংসা করে বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। আহার করতে আসা আসা বহু প্রবীণ মানুষের বক্তব্য, প্রতিদিন একই ধরনের খাবারের পরিবর্তে এখন স্বল্প খরচে মাছ-ভাত পাওয়ায় তারা খুশি। অনেকেই বলেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে নিয়মিত মাছ খাওয়া সম্ভব হতো না। এবার মাত্র ৫ টাকায় পেট ভরে মাছ-ভাত খেতে পারছেন, যা তাঁদের কাছে বড় স্বস্তির।

সিআইডির বড় সাফল্য, বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক মহিলা আটক অশোকনগরে

এক পাতার পর

পূজা বিশ্বাসের বাড়ি হাবরা পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। তদন্তকারীদের দাবি, হাবরা এলাকায় বিক্রির উদ্দেশ্যেই তিনি বিহার থেকে অস্ত্র নিয়ে আসছিলেন। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি ৭ এমএম পিস্তল, দুটি ৯ এমএম পিস্তল, একাধিক ম্যাগাজিন (১২) এবং প্রায় ২০০ রাউন্ড তাজা কার্তুজ। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে নগদ ১২ হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনার সঙ্গে আন্তঃ রাজ্য অস্ত্র পাচার চক্রের যোগ থাকতে পারে। বিশেষ করে বিহারের মুঙ্গের জেলার সঙ্গে অস্ত্র পাচারের সম্ভাব্য সংযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ট্রেনের টিকিট। তা দেখেই সিআইডি মনে করছে এই মহিলার সঙ্গে বিহারের যোগ রয়েছে। সিআইডি সূত্রে খবর, এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কার কাছে পৌঁছোনোর কথা ছিল, কারা এর ক্রেতা এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তা জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এদিন সকালে ব্যস্ত রাস্তায় এই অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সিআইডি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সুব্রত কাপের ফাইনালে মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল

অমর চক্রবর্তী: হাবরার বাণীপুর ড. বিআর আম্বেদকর স্পোর্টস স্কুল ও বাণীপুর সরকারি শারীর শিক্ষার শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ২৩ ও ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হলো ৬৫তম আন্তঃ জেলা ক্লাসটার সুব্রত মুখার্জি ফুটবল প্রতিযোগিতা। অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বয়সের পড়ুয়াদের এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর কলকাতা, মধ্য কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চ্যাম্পিয়ন বিদ্যালয় সমূহের আটটি দল অংশগ্রহণ করে। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল হুগলি জেলার সেরা বিদ্যালয় দলটিকে ৪-০ গোলে হারায়। দ্বিতীয় খেলায় মধ্য কলকাতার দলটিকে ৫-০ গোলে হারায় দক্ষিণ কলকাতার দল। তৃতীয় সেমিফাইনাল খেলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার দল হাওড়া জেলার দলকে দুই এক গোলে হারায়। চতুর্থ সেমিফাইনাল খেলায় নদীয়া জেলার দল মধ্য কলকাতার দলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল চার এক গোলে পরাজিত করে নদীয়া জেলার হাসখালি সমবায়ী হাইস্কুলকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কোদালিয়া প্রসন্ন বঙ্গ হাইস্কুল ১-০ গোলে পরাজিত করে দক্ষিণ কলকাতা জেলার নাকতলা হাইস্কুলকে। ফাইনাল খেলায় মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল ৩-০ গোলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কোদালিয়া প্রসন্ন বঙ্গ হাইস্কুলকে পরাজিত করে চাম্পিয়ানের শিরোপা লাভ করে।

বহু বছর পরে আবার মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল সুব্রত কাপের রাজ্য পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করল। সেরা গোলকিপার হিসেবে নির্বাচিত হয় মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের আশিস মালি। ফাইনালের ম্যান অব দ্য ম্যাচ ও ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন শুভম ভাওয়াল। রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সহ-সম্পাদক রাজু দাস জানান যে, এই প্রতিযোগিতায় আটটি জেলার ১৬০ জন খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার শিক্ষক, কোচ ম্যানেজাররা অংশগ্রহণ করেন। খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দুটি দল আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জন করল। সারা রাজ্যেই অংশগ্রহণেকারী সংখ্যা চোখে পড়বার মতো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. লক্ষীনারায়ণ কৈবর্ত, ডিওপি সোমনাথ দত্ত, হাসিবুল মল্লিক, রাজু দাস, ববিতা বিশ্বাস প্রমুখ। এদিন মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের শারীর শিক্ষার শিক্ষক সুজিত হালদার জানান যে, মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের পূর্বের হৃত সম্মান ধরে রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যম

দুই পাতার পর

উৎসাহ নেই। অথচ পুরনো একটা জলের কল রং করে নতুন করে আবার উদ্বোধন হলে ফলাও করে তা সামাজিক মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। এই সব কার্যকলাপকে আপনি কি সাংবাদিকতা বলবেন?

কর্মরত সাংবাদিক হিসাবে আজ আত্মসমালোচনা করলাম। প্রয়াত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তের কথাটা আরেকবার স্মরণ করছি, সংবাদমাধ্যম হবে দায়িত্বশীল বিরোধী দলের মতো। সাংবাদিক কোনও নেতা-নেত্রী বা মন্ত্রীর কথা নয়, বলবেন মানুষের কথা। ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে জীবন এগিয়ে চলে। আশায় রইলাম, সেভাবেই একদিন সংবাদমাধ্যমও দায়িত্বশীল হবে। মানুষের কথা বলবে। সত্যমেব জয়তে।

২৫ জুলাই। সাংবাদিক বাপী মণ্ডল, ফেসবুক টাইমলাইন।

বিক্ষোভ লক্ষ্মী অন্নপূর্ণাদের

এক পাতার পর

করেছেন বলে জানান মৌসুমী। যাঁরা টাকা পাননি তারাই ভুগছেন তা নয়, প্রথম দফায় যাঁরা টাকা পেয়েছেন, তাঁদের বাড়িতেও পুনরায় যাচাই-বাছাই চলছে বলে খবর। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে। এদিন বিডিও অফিসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া গেলেও, আগামী ১ বা ২ তারিখের মধ্যেও টাকা না এলে ফের বিক্ষোভের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না প্রশাসনিক আধিকারিকরা। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, যোগ্য প্রত্যেক উপভোক্তাই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পাবেন। এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা সময় লাগছে বলেও তাঁদের বক্তব্য।

তবে এই আশ্বাসে আর ভরসা করতে পারছেন না বহু গৃহবধূ। তাঁদের একটাই দাবি— দ্রুত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছাক। এখন গোটা রাজ্যের নজর দ্বিতীয় দফার বরাদ্দের দিকে। কবে সেই টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

গোবরডাঙ্গায় ‘উচ্ছেদের রাজনীতি, রাজনৈতিক উচ্ছেদ’ শীর্ষক তহমীনা খাতুন স্মারক বক্তৃতা

তহমীনা খাতুন স্মারক বক্তৃতা
উচ্ছেদের রাজনীতি, রাজনৈতিক উচ্ছেদ
- আয়োজনে -
তহমীনা খাতুন স্মৃতিরক্ষা কমিটি
৫ জুলাই, রবিবার । বেলা সাড়ে তিনটে
স্থান
বিজ্ঞান লেখিকা শিক্ষিকা
রেখা দাঁ মঞ্চ

সুদিন গোলদার: প্রয়াত শিক্ষিকা তথা বিজ্ঞান লেখিকা রেখা দাঁ-র দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ও প্রয়াত সমাজকর্মী, সাহিত্যিক তহমীনা খাতুনের ৬০তম জন্মদিবস উপলক্ষে এক সময়োপযোগী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো গোবরডাঙ্গায়। ৫ জুলাই রবিবার বিকেলে তহমীনা খাতুন স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাকক্ষের রেখা দাঁ মঞ্চে আয়োজিত এই আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'উচ্ছেদের রাজনীতি, রাজনৈতিক উচ্ছেদ'। এই সভায় প্রয়াত প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসকেও স্মরণ করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের যথাযোগ্য মর্যাদায় বরণ করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্পনা পাল। এই আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান লেখক তথা চিকিৎসক ভবানীপ্রসাদ সাহু।

‘উচ্ছেদের রাজনীতি, রাজনৈতিক উচ্ছেদ’ শীর্ষক তহমীনা খাতুন স্মারক বক্তৃতার প্রথম বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র। বহু দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ সভাকক্ষে বিশিষ্ট তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ বক্তব্য পেশ করেন তিনি। হকার উচ্ছেদ প্রসঙ্গে তিনি জীবনের উপর জীবিকার অধিকারের কথা উল্লেখ করেন। এরপর প্রাসঙ্গিক এই বিষয়ের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে আলোকপাত করেন ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শক্তিমান ঘোষ, সাংবাদিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, শিক্ষিকা রূপশ্রী রায় এবং রাজ্য বন্দিমুক্তি সমিতির সম্পাদক ছোটন দাস। উপস্থিত অনেক ব্যক্তিত্ব এই আলোচনায় সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন।

এই অনুষ্ঠানে ‘গ্রামবাংলার খবর’ পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্পাদক দিলীপ রায় তহমীনা খাতুনের একটি প্রতিকৃতি স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক সুকুমার মিত্রের হাতে তুলে দেন। উল্লেখ্য, তহমীনা খাতুনের এই প্রতিকৃতি (পোট্রের্ট) এঁকেছেন চিত্রকর সুবীর সরকার। এদিন এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন সাধনা মজুমদার ও পরিমলকান্তি ঘোষ। সঙ্গীতে ছিলেন কুমকুম মুখোপাধ্যায়। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রবীণ সমাজকর্মী কালীপদ সরকার। এদিন সমগ্র আলোচনা সভা সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদের কর্ণধার বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক দীপককুমার দাঁ।

এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল ইউনাইটেড নেশনস

দুই পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পুরুষ, নারী এবং প্রবীণ নাগরিকরা রয়েছেন, যাঁরা ভারতীয় নাগরিক এবং যাদের বৈধ পরিচয়পত্র রয়েছে।

৪) জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদকরা তাদের চিঠিতে লক্ষ্যনীয়ভাবে মন্তব্য করেছেন যে, ভোটারদের নথিপত্রে নামের বানানের সামান্য অসঙ্গতি হল ভারতে একটি সাধারণ ঘটনা। তা সত্ত্বেও বানানে ভুল থাকাকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫) এসআইআর প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করা নিয়েও জাতিসংঘের চিঠিতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে পক্ষপাতিত্ব করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, এআই-এর ব্যবহার বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে, গণতান্ত্রিক ন্যায্যতাকে দুর্বল করেছে এবং এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

৬) জাতিসংঘের চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, এসআইআর নিয়ে ভারতের এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ এবং উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারদের পক্ষ থেকে এমন কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে, যা মুসলিম, বাঙালি এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চরম বৈষম্যমূলক। চিঠিতে বলা হয়েছে, এমনকি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (অমিত শাহ) সংসদে তার বক্তব্যে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অপসারণ করার কথা বলেছেন এবং ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট (Detect, Delete and Deport) বা 'সনাক্ত করো, মুছে দাও এবং বহিষ্কার করো' স্লোগান ব্যবহার করেছেন বলে সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের বক্তব্য আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তি (ICCPR)-এর ২০(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বৈষম্য উসকে দেওয়ার প্ররোচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৭) জাতিসংঘের চিঠিতে বলা হয়েছে, “ভারতের কর্তৃপক্ষের এই ধরণের বক্তব্য দেশের সমস্ত মুসলিম নাগরিককে বিদেশি, অপরাধী এবং নাগরিক অধিকার পাওয়ার অযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে, যা ICCPR-এর ২ ও ২৬ অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।”

৮) ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা প্রসঙ্গে চিঠিতে বলা হয়েছে, “আমরা সুপ্রিম কোর্টের সেই সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিচ্ছি, যার উদ্দেশ্য ছিল ন্যায্যতা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অখণ্ডতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। কিন্তু ভোটার ট্রাইব্যুনালগুলি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ৩৪ লক্ষেরও বেশি আপিলের নিষ্পত্তি স্বাভাবিকভাবেই করতে পারেনি। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কয়েক লক্ষ নাগরিক ভোটদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

যদিও ভারতের মোদি সরকার যথারীতি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সরকার বলেছে, ভারতের সংবিধান এবং নির্বাচনী আইন মেনেই এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে এসআইআর করা হয়নি।

জাতিসংঘের অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে মোদি সরকারের যুক্তি হল, যেহেতু ভোটারদের প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া, আপত্তি উত্থাপন করা এবং আপিল করার সুযোগ ছিল, তাই এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তোলা যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন এবং বিভ্রান্তিকর। মোদি সরকার জাতিসংঘকে একথাও মনে করিয়ে দিতে ভোলেনি যে, এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন ভারতের সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে।

সৌজন্যে: সরজমিন পত্রিকা ফেসবুক পেজ
(Sarajamin patrika)

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক ও প্রকাশক দিলীপ রায় কর্তৃক ৪৯১/৪ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, সূচক- ৭৪৩২২২ থেকে প্রকাশিত এবং আয়েষা প্রিন্টার্স, মালিয়াকুড়, বামনগাছি উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত।
দূরভাষ: ৭৬৭৯৫২০৩৫০/৯৭৪৮২৮২৯৮৭, ই-মেল: diliproy.journalist@gmail.com সম্পাদক: দিলীপ রায়
RNI NO: WBBEN/1999/1256